গঠনতন্ত্র

সৃজনশীল গাইবান্ধা

স্থাপিত: ২২ এপ্রিল, ২০১৯

গ্রামঃ টেংগরজানী, ডাকঘরঃ তুলসীঘাট

উপজেলাঃ গাইবান্ধা সদর, জেলাঃ গাইবান্ধা।

মোবাইল নম্বর: ০১৭৬৭১৪০১১৪, E-mail: srijonshilgaibandha@gmail.com

facebook Page: www.facebook.com/SrijonshilGaibandha

গঠনতন্ত্র

ধারা ঃ ০১। সংস্থার নাম ঃ সৃজনশীল গাইবান্ধা।

ধারা ঃ ০২। সংস্থার কার্যালয় ঃ এই সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ঃ গ্রামঃ টেংগরজানী, ডাকঘরঃ তুলসীঘাট, উপজেলাঃ গাইবান্ধা সদর, জেলাঃ গাইবান্ধা। কাজের সুবিধার্থে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংস্থার ঠিকানা পরিবর্তন করা যেতে পারে। গ্রামীন উন্নয়নের সুবিধার্থে যে কোন স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যাবে। তবে তা করতে হলে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ধারা ঃ ০৩। সংস্থার কর্মক্ষেত্র এলাকাঃ বর্তমানে এই সংস্থার কর্ম এলাকা গাইবান্ধা সদর উপজেলায় শুরু করবে এবং গাইবান্ধা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রয়োজন বোধে এই সংস্থার কর্ম-এলাকা বৃদ্ধি করা যাবে। তবে তা করতে হলে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ধারা ঃ ০৪। সংস্থার মনোগ্রাম ঃ উপরের বামপার্শ্বে গাইবান্ধা জেলার মানচিত্র ও দুইলাইনে সৃজনশীল গাইবান্ধা লেখা থাকবে, যা সংস্থার মনোগ্রাম হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

পরীক্ষিত ও যাচাইকৃত

ধারাঃ ০৫। সংস্থার প্রকৃতি ঃ ইহা একটি দল নিরপেক্ষ,অরাজনৈতিক, অলাভজনক, সমাজ, মানব উন্নয়নমূলক সেবাধর্মী বেসরকারী সংস্থা হিসাবে পরিচিত হবে।

ধারা ঃ ০৬। সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

- শিশু কল্যাণ
- যুব কল্যাণ
- নারী কল্যাণ
- শারিরীক ও মানসিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ
- পরিবার পরিকল্পনা
- সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে জনগণকে বিরত রাখাবার উদ্দেশ্যে চিত্তবিনোদন কর্মসূচী
- নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে সামাজিক শিক্ষা
- বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা
- কারামুক্ত কয়েদীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন
- কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ
- ভিক্ষুক ও দুঃস্থদের কল্যাণ
- সামাজিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ
- রোগী কল্যাণ ও পুনর্বাসন
- বৃদ্ধ ও দৈহিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ
- সমাজকল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ এবং
- সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের কল্যাণ সাধন
- জ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে পাঠাগার স্থাপন।

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ ও উপ-পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয় গাইবান্ধা।

ধারাঃ ০৭ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ঃ

সাধারণ সদস্যপদ লাভের জন্য সংস্থার নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের কমপক্ষে ০২ (দুই) জন সদস্যের সুপারিশ থাকতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আবেদনপত্র গৃহিত হলে ভর্তি ফি ২০০.০০(দুইশত) টাকা এবং মাসিক চাঁদা ১০০.০০(একশত) টাকা প্রদান করে সদস্য পদ লাভ করা যাবে। (পরবর্তীতে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্য ভর্তি ফি বাড়ানো যাবে)। তাকে সংস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গঠণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে।

সাধারণ সম্পাদক
সৃজনশীল গাইবান্ধা

মোঃ মেহেদী হাসান
সভাপতি
সৃজনশীল গাইবান্ধা

ধারা ঃ ০৮ সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা ঃ

সংস্থার লক্ষ্য উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। মস্তিষ্ক বিকৃত, সমাজবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কিংবা আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

ধারা ঃ ০৯ সদস্যের শ্রেণী বিন্যাস ঃ

৯.১ সাধারণ সদস্য ঃ ধারা নং- ৭ এ বর্ণিত ব্যক্তি যিনি সদস্য হতে ইচ্ছুক, সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র পুরণ সাপেক্ষে নির্বাহী কমিটির নিকট জমা দিতে হবে। ভর্তি ফি এবং মাসিক চাঁদা পরিশোধ করবেন, তাহার আবেদন গৃহিত হলে তিনি সাধারণ সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। সাধারণ সদসস্যের ভোটাধিকার থাকবে এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সাধারণ সদস্যের ভর্তি ফি ২০০.০০ (দুইশত) টাকা এবং মাসিক চাঁদা ১০০.০০ (একশত) টাকা।

পরীক্ষিত ও যাচাইকৃত

৯.২ দাতা সদস্য ঃ যেকোন হৃদয়বান ব্যক্তি, দানশীল ব্যক্তি যিনি সংস্থায় এককালীন ১৫,০০০.০০ (পনের হাজার) টাকা অথবা সমমুল্যের সম্পদ দান করবেন, তিনি দাতা সদস্য হিসাবে গন্য হবেন। দাতা সদস্যের ভোটাধিকার থাকবে এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

মোঃ মিজানুর রহমান মল্লিক
সমাজসেবা কর্মকর্তা (রেজিঃ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গাইবান্ধা।

৯.৩ আজীবন সদস্য ঃ যেকোন হৃদয়বান, দানশীল ব্যক্তি যিনি সংস্থায় এককালীন ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা অথবা সমমূল্যের সম্পদ দান করবেন, তিনি আজীবন সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। দাতা সদস্যের মত আজীবন সদস্যেরও ভোটাধিকার থাকবে এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আজীবন সদস্যকে মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না। তবে তিনি যদি স্বেচ্ছায় সংস্থার উন্নয়নে অর্থ বা সম্পদ দান করেন তবে তা ধন্যবাদের সাথে গৃহিত হবে।

৯.৪ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ঃ অত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠায় যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং আবেদন পত্রে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে নাম ও স্বাক্ষর আছে তারাই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে গণ্য হবে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ভর্তি ফি ও নিয়মিত মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে। তাদের ভোটাধিকার থাকবে এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা ঃ ১০ সদস্য পদ বাতিলের কারণ ঃ

অনুমোদিত

১০.১ মাসিক চাঁদা পর পর তিন মাস পরিশোধ না করলে।
১০.২ যথোপযুক্ত কারণ/পূর্বানুমতি ব্যতিত পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে।
১০.৩ মস্তিষ্ক বিকৃতি, দেউলিয়া কিংবা আদালত কর্তৃক দন্ড প্রাপ্ত হলে।
১০.৪ সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কোন কার্যকলাপে জড়িত হলে।
১০.৫ সংস্থার স্বার্থ বা গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ করলে।
১০.৬ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
ও
উপ-পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গাইবান্ধা।

ধারা ঃ ১১ সদস্য পদ বাতিলের পদ্ধতি ঃ

কোন সদস্যের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ উপস্থাপিত হলে এবং তা প্রমাণিত হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে অভিযুক্ত সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হবে।

ধারা ঃ ১২ সদস্য পদ পুনঃ বহাল ঃ

ধারা নং- ১০ এর ১ ও ২ উপধারা অনুযায়ী কোন সদস্যের পদ বাতিল হলে তিনি যদি সদস্য পদ ফিরে পাওয়ার জন্য সভাপতি বরাবর আবেদন করেন তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে সদস্য পদে পুনঃবহাল করা যাবে। এই ক্ষেত্রে তাকে নতুনভাবে ভর্তি ফি ও বকেয়া চাঁদা প্রদান করতে হবে

ধারা ঃ ১৩ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

১৩.১ সাধারণ পরিষদ ঃ সংস্থার সাধারণ সদস্যদের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি পদাধিকার বলে সাধারন পরিষদের সভাপতি হিসাবে গণ্য হবেন। সাধারণ পরিষদ সংস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট

মোঃ তাওহীদ-উল-ইসলাম সরকার
সাধারণ সম্পাদক
সৃজনশীল গাইবান্ধা

মোঃ মেহেদী হাসান
সভাপতি
সৃজনশীল গাইবান্ধা

অনুমোদন, বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন ও কার্যবিাহী পরিষদ গঠন করবে। যে কোন সংকট মুহূর্তে এই পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩.২ কার্যনির্বাহী পরিষদঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ভোটে গঠিত হবে। এই পরিষদের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল ০২ (দুই) বৎসর।

১৩.৩ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ অত্র সংস্থায় ০৩ (তিন) জন উপদেষ্টা থাকবেন। স্থানীয় বিশিষ্ট/গণ্যমান্য ব্যক্তি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনিত হবেন। সংস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহারা পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিবেন।

ধারা ঃ ১৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

বীক্ষিত ও যাচাইকৃত

১৪.১ কার্যনির্বাহী পরিষদ সংস্থার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

১৪.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ সংস্থার নতুন সদস্য ভর্তির ব্যবস্থা করবে এবং যথোপযুক্ত কারণে সদস্য পদ বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৪.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ সংস্থার বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে যথাসময়ে সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। সকল প্রকার সভা আহবানের ব্যবস্থা করবে।

১৪.৪ সংস্থার জন্য সরকারী, বেসরকারী ও দেশী-বৈদেশিক পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ

১৪.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করবে।

ধারা ঃ ১৫ কার্যনির্বাহী পরিষদের রূপরেখা ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ ০৭(সাত)সদস্য বিশিষ্ট হবে। সংস্থার নীতি নির্ধারণ, কার্যাবলী তদারকী এবং কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য 'কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা টীম'কে সহযোগিতা করবেন। এই কমিটির মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বৎসর। এই পরিষদের রূপরেখা নিম্নরূপ-

০১। সভাপতি	ঃ	০১ (এক) জন
০২। সহ-সভাপতি	ঃ	০১ (এক) জন
০৩। সাধারন সম্পাদক	ঃ	০১ (এক) জন
০৪। সহ-সাধারণ সম্পাদক	ঃ	০১ (এক) জন
০৫। কোষাধ্যক্ষ	ঃ	০১ (এক) জন
০৬। কার্যনির্বাহী সদস্য	ঃ	০২ (দুই) জন
মোট =		০৭ (সাত) জন

ধারা ঃ ১৬ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

অনুমোদিত

১৬.১ সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) সভাপতি সংস্থার সাংবিধানিক প্রধান। সভাপতি সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) তিনি সাধারন সম্পাদকের মাধ্যমে সকল পরিষদের সভা আহবান করবেন এবং প্রয়োজনে সভার মুলতবী ঘোষণা করতে পারবেন।

(গ) তিনি সংস্থার উন্নতি ও সার্বিক কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং সাধারন সম্পাদককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন।

(ঘ) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের দ্বিমত দেখা দিলে ভোটের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে উভয় দিকে সম-সংখ্যক ভোট হলে তিনি একটি কাষ্টিং ভোট প্রদান করে তার মীমাংসা করতে পারবেন।

(ঙ) সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ অথবা উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

মোঃ তাওহীদ-উল-ইসলাম সরকার
সাধারণ সম্পাদক
সৃজনশীল গাইবান্ধা

মোঃ মেহেদী হাসান
সভাপতি
সৃজনশীল গাইবান্ধা

১৬.২ সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) অন্যান্য সময়ে তিনি সভাপতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১৬.৩ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) তিনি সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সকল পরিষদের সভা আহবান করবেন।

(খ) তিনি সকল পরিষদের অনুষ্ঠিত সভা সমূহের কার্যবিবরণী লিখবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন।

পরীক্ষিত ও যাচাইকৃত

(গ) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সহযোগিতার সকল পরিষদের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঘ) তিনি সংস্থার সকল সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) সংস্থার সকল রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষন করবেন।

মোঃ মিজানুর রহমান মল্লিক
সমাজসেবা কর্মকর্তা (রেজিঃ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গাইবান্ধা।

(চ) তিনি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সহিত পত্র যোগাযোগ করবেন।

(ছ) সংস্থার সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি নিবিড় তত্ত্বাবধান করবেন।

(জ) কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি সংস্থার পক্ষে সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন ও দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

(ঝ) বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরী করে সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের সভায় পেশ করবেন।

(ঞ) কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে তিনি সার্বিক অডিট প্রতিবেদন তৈরি করে সাধারণ পরিষদের সভায় পেশ করবেন।

(ট) তিনি সংস্থার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য সর্বোচ্চ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা হাতে রাখতে পারবেন।

১৬.৪ সহ-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

অনুমোদিত

(ক) সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ-সাধারণ সম্পাদক তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) অন্যান্য সময়ে তিনি সাধারণ সম্পাদককে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১৬.৫ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) তিনি সংস্থার আয়-ব্যয় এর হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

(খ) সংস্থার জন্য চাঁদা আদায় করবেন এবং হিসাব সংরক্ষন করবেন।

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
ও
উপ-পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গাইবান্ধা।

(গ) আয়-ব্যয় ও বাৎসরিক হিসাব বিবরণী এবং বাজেট প্রস্তুত করবেন। সাধারন সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য তা পেশ করবেন।

(ঘ) অডিট কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।

১৬.৬ কার্যনির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহায়তা করবেন।

(খ) কোন ক্ষেত্রে সাব-কমিটি গঠিত হলে কার্যনির্বাহী সদস্যগণ সাব-কমিটির সদস্য হিসাবে গুরুত্বপুর্ন দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ঃ ১৭ সভার নিয়মাবলী ঃ

১৭.১ সাধারণ পরিষদের সভা ঃ

সাধারণ পরিষদের সভা বৎসরে কমপক্ষে ০১ (এক) বার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভা আহবান করবেন। সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে। জরুরী সভার ক্ষেত্রে ০৭ (সাত) দিন এবং অতি জরুরী সভার ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩

মোঃ তাওহীদ-উল-ইসলাম সরকার
সাধারণ সম্পাদক
সৃজনশীল গাইবান্ধা

মোঃ মেহেদী হাসান
সভাপতি
সৃজনশীল গাইবান্ধা

(দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম পূর্ন হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৭.২ **কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ঃ**

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা প্রতি ০৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভা আহবান করবেন। সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে। জরুরী সভার ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) দিন এবং অতি জরুরী সভার ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পুর্বে নোটিশ প্রদান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম পূর্ন হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

পরীক্ষিত ও যাচাইকৃত

১৭.৩ **উপদেষ্টা পরিষদের সভা ঃ**

উপদেষ্টা পরিষদের সভা বৎসরে কমপক্ষে ০২ (দুই) বার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভা আহবান করবেন। সংস্থার সভাপতি পদাধিকার বলে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

মোঃ মিজানুর রহমান মল্লিক
সমাজসেবা কর্মকর্তা (রেজিঃ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গাইবান্ধা।

১৭.৪ **তলবী সভা ঃ**

কোন কারণে সভা আহবানের প্রয়োজন হলে মোট সদস্যের কমপক্ষে ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্য লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদকের নিকট আবেদন করবেন। আবেদন পাওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করবেন। সাধারণ সম্পাদক সভা আহবানে ব্যর্থ হলে অনুরুপভাবে সভাপতির নিকট আবেদন করতে পারবেন। তিনিও যদি আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভা আহবানে ব্যর্থ হন তাহলে আবেদনকারী সদস্যরাই এই সভার আয়োজন করবেন। সভায় উপস্থিত ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৭.৫ **মূলতবী সভা ঃ**

কোরামের অভাবে কোন সভা মুলতবী হলে একই আলোচ্য সূচীর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভা আহবান করতে হবে। এই সভায় যতজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাতেই সভা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন নাই।

ধারা ঃ ১৮ **অনাস্থা প্রস্তাব ঃ**

অনুমোদিত

১৮.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে সাধারণ পরিষদের কমপক্ষে ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্য সভাপতি বরাবর আবেদন করবেন। আবেদনপ্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সাধারণ সভা আহবান করবেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্ত বৈধ বলে গৃহিত হবে। কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য পদ শূন্য হলে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে তা পুরণ করা যাবে এবং রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
ও
উপ-পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গাইবান্ধা।

১৮.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনতে অনুরূপভাবে কমপক্ষে ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্য দ্বারা সভাপতির নিকট অভিযোগ সুনির্দিষ্ট লিখিত আকারে জমা দিতে হবে। পরিষদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে কমিটিকে আত্মপক্ষ সমর্থন তথা অভিযোগটির ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দান করা হবে। অতঃপর অনাস্থা ভোট গ্রহণ করা হবে। সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য অনাস্থা জ্ঞাপন ভোট প্রদান করলে উক্ত কার্যকরী পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। পরপরই উপস্থিত সদস্যবর্গ পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সংস্থার কার্যক্রম চালানোর জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অন্তবর্তীকালীন কমিটি গঠন করবেন। উক্ত অন্তবর্তীকালীন কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতঃ কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব নব নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের নিকট হস্তান্তর করবেন।

মোঃ ভাওয়াদ-উল-ইসলাম সরকার
সাধারণ সম্পাদক
সুজনশীল গাইবান্ধা

মোঃ মেহেদী হাসান
সভাপতি
সুজনশীল গাইবান্ধা

ধারা ঃ ১৯ পদত্যাগ ঃ

যদি সাধারণ পরিষদের কোন সদস্য অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা পদ্যতাগ করতে চান তাহলে সংস্থার সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে হবে। সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে সহ-সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করবেন। পরবর্তী সাধারণ সভায় এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। কার্যকরী পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য একযোগে পদত্যাগ কররে এই পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে। এই ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদকে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা ঃ ২০ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

২০.১ সাধারণ পরিষদের সদস্য ও নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা বা যেকোন চাঁদা গ্রহণ, যেকোন ব্যক্তির নগদ অর্থ, উপকরন বা দ্রব্য হিসাবে দান গ্রহণ, সরকারী-বেসরকারী অনুদান, কার্যক্রম ও প্রকল্প এর সেবা মূল্য গ্রহণ, সংস্থার নিজস্ব স্থাবর বা অস্থাবর যেকোন সম্পদ ব্যবহার থেকে আয় বা ভাড়া প্রাপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন বৈধ পন্থায় প্রাপ্ত সকল আয় দ্বারা সংস্থার তহবিল গঠিত হবে।

পরীক্ষিত ও যাচাইকৃত

২০.২ বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকের স্থানীয় শাখায় সংস্থার নামে সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খোলা হবে। উক্ত হিসাবে সংস্থার অর্থ জমা রাখা হবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এর যেকোন দুই জন্য ব্যক্তির যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

মোঃ মিজানুর রহমান মল্লিক
সমাজসেবা কর্মকর্তা (প্রোজিঃ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
পাইবান্ধা।

২০.৩ সংস্থার দৈনন্দিন খরচ মিটানোর জন্য সাধারণ সম্পাদক সর্বোচ্চ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা হাতে রাখতে পারবেন। ইহার বেশী প্রয়োজন হলে ব্যাংক হতে উত্তোলন করতে হবে। তবে এই অর্থের পরিমাণ ২৫০০.০০(দুই হাজার পাঁচশত) টাকার বেশী হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করে তা উত্তোলন করা যাবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থের যথাযথ অনুমোদন করে নিতে হবে।

২০.৪ সংস্থার সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং তা অনুমোদন করে নিতে হবে। আয়-ব্যয়ের হিসাব রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/ সমাজসেবা কর্মকর্তা অথবা সরকার অনুমোদিত অডিটু ফার্ম দ্বারা অডিট করে নিতে হবে।

২০.৫ সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থ বছর অনুযায়ী অর্থাৎ ১লা জুলাই হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত গণনা করা হবে।

ধারা ঃ ২১ হিসাব নিরীক্ষা ঃ

সংস্থার সকল আয় ব্যয়ের হিসাব বৎসরান্তে নির্বাহী পরিচালক রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত কর্মকর্তা অথবা সরকার অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট কার্য সম্পাদন করাবেন। পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব বিবরণী সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থ বছর অনুযায়ী অর্থাৎ ১ জুলাই হতে ৩০ জুন পর্যন্ত গণনা করতে হবে।

অনুমোদিত

ধারা ঃ ২২ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
ও
উপ-পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
পাইবান্ধা।

২২.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে ০২ (দুই) বৎসর। মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার ০১ (এক) মাস পূর্বে একটি সাধারণ সভা আহবান করতে হবে। সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

২২.২ নির্বাচন কমিশনে ০১ (এক) জন মূখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং ০২ (দুই) জন নির্বাচন কমিশনার থাকবেন। নির্বাচন কমিশনারগণ হবেন সংস্থার সাধারণ সদস্য, যারা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না।

২২.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবে। নিয়মিত চাঁদা প্রদান করেছে এমন সদস্যরাই ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে।

২২.৪ নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে এবং নির্বাচনী বিধি ও তফশীল ঘোষণা করবেন। নির্বাচনের তারিখ নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পুর্বে ঘোষণা করতে হবে।

মোঃ তাওহীদ-উল-ইসলাম সরকার
সাধারণ সম্পাদক
সৃজনশীল পাইবান্ধা

মোঃ মেহেদী হাসান
সভাপতি
সৃজনশীল পাইবান্ধা

২২.৫ যাহারা ভোটার হবেন কেবল মাত্র তাহারাই নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। একই ব্যক্তি একাধিক পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। কোন সদস্যের সদস্য পদে ভর্তির মেয়াদ নির্বাচন সংক্রান্ত সভার তারিখ পর্যন্ত কমপক্ষে ০১ (এক) মাস পূর্ন না হলে সে ভোটার হতে পারবে না এবং ০৬ (ছয়) মাস পূর্ণ না হলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না।

২২.৬ প্রত্যেক ভোটার প্রতি পদের জন্য একটি ভোট প্রদান করতে পারবে। ভোট গ্রহণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোন পদে ভোট সংখ্যা যদি সমান হয় সে ক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল ঘোষণা করতে হবে।

পরীক্ষিত ও যাচাইকৃত

২২.৭ নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন কমিশন মনোনয়ন পত্রের মূল্য ও জামানতের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। জামানত অফেরতযোগ্য হবে। নির্বাচন ব্যয় নির্বাহের পর যদি কোন অর্থ থাকে তবে তা সংস্থার ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করতে হবে।

২২.৮ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২২.৯ নির্বাচন শেষে পূর্বতন পরিষদ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। যদি পূর্বতন পরিষদ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর না করে তবে নব-নির্বাচিত পরিষদ অষ্টম দিনে স্বাভাবিকভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

মোঃ মিজানুর রহমান মল্লিক
সমাজসেবা কর্মকর্তা (রেজিঃ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গাইবান্ধা।

২২.১০ নব-নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন নিতে হবে।

~~২২.১১ পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যগণের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যকরী পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।~~

ধারা ঃ ২৩ **গঠনতন্ত্রের সংশোধন ঃ**

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা/উপধারা সংশোধনের প্রয়োজন হলে সাধারণ পরিষদের সভায় ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে তা করা যাবে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গঠনতন্ত্রের সংশোধনী নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী করা হবে।

ধারা ঃ ২৪ এই গঠনতন্ত্রে যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, এই গঠনতন্ত্রে কোন ধারা যদি স্বেচ্ছাসেবী সমাজ-কল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি ১৯৬২ এর সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে আইন ও বিধি প্রাধান্য এবং নিবন্ধনপ্রাপ্ত সংস্থা উক্ত আইন ও বিধি অনুসারে পরিচালিত হবে।

অনুমোদিত

ধারা ঃ ২৫ **সংস্থার বিলুপ্তি ঃ**

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের কমপক্ষে ৩/৫ (তিন-পঞ্চমাংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। এরুপ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সকল স্থাপর-অস্থাবর সম্পত্তি বা সম্পদ রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

১৮/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 'সৃজনশীল গাইবান্ধা' এর গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়।

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
ও
উপ-পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গাইবান্ধা।

##ΩΩΩ##

মোঃ তাওহীদ-উল-ইসলাম সরকার
সাধারণ সম্পাদক
সৃজনশীল গাইবান্ধা

মোঃ মেহেদী হাসান
সভাপতি
সৃজনশীল গাইবান্ধা